# ভ্যানগার্ড বুলেটিন

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র ● এপ্রিল ২০১৫ ● দুই টাকা


**ভোট এবং ভোটের খরচ দিয়ে সহযোগিতা করুন কালোটাকার বিরুদ্ধে নৈতিক শক্তির বিজয় নিশ্চিত করুন**

আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সিপিবি-বাসদ ও বাম-প্রগতিশীলদের সমর্থিত মেয়র প্রার্থী বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সংরক্ষিত আসন-৫ এর কাউন্সিলর প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার শম্পা বসুর নির্বাচনী তহবিলে আর্থিক সহযোগিতা করুন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

# ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন–নগরবাসী কী করবেন?

## শ্রম শোষণ, ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, নদী-খাল দূষণ-দখল, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস এর পক্ষ নেবেন

## নাকি

## নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, 'সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা' গড়ে তোলার আন্দোলনের প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন

২০০২ সালের পর ২০০৭ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তা না হয়ে ৮ বছর পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ২০০২ সালের নির্বাচনের সাথে এবারের নির্বাচনের একটা বিরাট পার্থক্য আছে। সে নির্বাচন ছিল একক ঢাকা সিটি নির্বাচন। এবার হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করা দুই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। ২০১১ সালে ২৯ নভেম্বর সংসদে একটি বিল পাশের মধ্যে দিয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এটা ছিল একটা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে গ্রহণ করা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। পৃথিবীতে ঢাকা একমাত্র বড় শহর নয়। আরও বড় বড় শহর আছে। কিন্তু নাগরিক সুবিধা ও সেবা প্রদানের কথা বলে কোন শহরকে এভাবে বিভক্তির তেমন নজির নেই। সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত হয়েছে ২০১১ সালে। কিন্তু এতদিন নির্বাচন হয়নি কেন? সীমানা নিয়ে জটিলতার অজুহাতে আদালতের নির্দেশের কথা বলে নির্বাচন পেছানো হয়েছে কয়েকবার। জনগণ বুঝেছে যে, সরকার নির্বাচন চাইছে না। এবার এসব বাধা দূর হয়ে গেল, কারণ সরকারের ইচ্ছা নির্বাচন হয়ে যাক। সরকারের ইচ্ছাই সবচেয়ে বড় আইন। রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রধান বিষয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নামে যা হলো তা কোন বিবেচনাতেই গণতান্ত্রিক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নয় আর আন্দোলনের নামে যা হলো তাও গণতান্ত্রিক ও জনসম্পৃক্ত আন্দোলন নয়। অথচ এই ক্ষমতায় থাকা আর ক্ষমতায় যাওয়ার যুদ্ধে জীবন, সম্পদ, সময়, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা সবই ধ্বংস হোল জনগণের। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকার নির্বাচনের কথা ভেবেছে আর বিএনপি-জামাত জোটও আপাতত দম নেয়ার সুযোগ হিসেবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে গ্রহণ করতে চাইছে। কিন্তু এতো গেল ক্ষমতা রক্ষা ও দখলের দুই প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক বিবেচনা। জনগণ চাইছে ক্ষমতাকেন্দ্রীক সহিংহ রাজনীতি থেকে মুক্তি।

### ঢাকার নাগরিকরা এ নির্বাচনে কী করবেন?

প্রায় ৪০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন আর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী ১ কোটি ৬৪ লাখ অধিবাসী নিয়ে ঢাকা বিশ্বের বৃহত্তম নগরগুলোর অন্যতম। এই ঢাকার রয়েছে ৪০০ বছরের ঐতিহ্য। মোগল আমল, বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ৪৪ বছরে ঢাকা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে আয়তনে, লোকসংখ্যায়, স্থাপনায়। এখানে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিদিন ১০০০ জন মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসছে। তাদের বেশির ভাগেরই ঠাঁই হচ্ছে বস্তি এলাকায়। যেখানে নাগরিক অধিকার বলতে তেমন কিছু নাই। আবার উচ্চবিত্তরাও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য আসছেন ঢাকায়। তাদের জন্য বিলাস ও সুযোগের অভাব নেই। মাঝখানে পড়ে হাস ফাস করছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের এক বিরাট অংশের মানুষ। রাজধানী হিসেবে ঢাকার রাজনীতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক সময় পুরনো ঢাকা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হতো মহল্লা সর্দারদের দ্বারা। এখন তা নতুন রূপ নিয়েছে। পুরনো ঢাকা-নতুন ঢাকা-আধুনিক ঢাকা সবই পরিচালিত হচ্ছে ক্ষমতাসিন দলের রাজনৈতিক সর্দারদের দ্বারা। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সাথে সাথে বাস স্ট্যান্ড, মার্কেট, ফুটপাত, পাবলিক টয়লেট, গরুর হাট-মুরগির বাজার, কাঁচা বাজার সবকিছুর উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। সিটি কর্পোরেশন এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে কি বরং দখল স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করায় সহযোগিতা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ঢাকা শহরের ৪ দিকে ৪ টি নদী। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু। কিন্তু কারখানা বর্জ্য ও পয়োবর্জ্যে এ ৪ নদী বড় নর্দমায় পরিণত। এসব নদীতে মাছ নেই দুর্গন্ধ আছে। ঢাকার অভ্যন্তরে জলাশয়গুলো দখলে। হাতিরঝিলে বেগুনবাড়ী বিজিএমইএ ক্ষমতা ও দখলদারিত্বের প্রতিক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী যার একজন ক্ষমতায় অন্যজন রাস্তায়, যারা পরস্পর মুখদর্শন করতে চান না কিন্তু এই বিশাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন উভয়ে করেছেন। দখলদারদের প্রতি শাসকশ্রেণির বড় দুই বুর্জোয়া দলের স্নেহ ও সহযোগিতার এ এক অনুপম (!) দৃষ্টান্ত। ঢাকা শহরে ৪৩ টি খাল, যার ১৮ টির এখন অস্তিত্ব নাই। বাকিগুলো দখলদারদের চাপে সংকুচিত হতে হতে ড্রেনের আকৃতি নিয়েছে। সারা বছর পানি সংকট এবং বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা ঢাকার অধিবাসীদের চিরস্থায়ী দুর্দশার আরেক নাম। জনজীবনে স্বস্তি দিতে না–পারলেও যখন তখন যে কোন রাস্তায় খোঁড়াখুড়ি করে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধির ক্ষমতা কিন্তু কর্তৃপক্ষের কম নয়। গণপরিবহনের বেহাল দশা, যানজটে আটকে থাকা মানুষ ঢাকার সাধারণ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

## নির্বাচনকে ধনিকশ্রেণির টাকার খেলায় পরিণত করার চক্রান্ত রুখে দাঁড়াও

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানত অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি, টিআইএন (ট্যাক্স আইডেনন্টিফিকেশন নম্বর) সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা, বর্ধিত মূল্যে ভোটার তালিকার সিডি কেনা বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে শ্রমজীবী-নিম্নবিত্ত মানুষকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে বাইরে রাখা হচ্ছে। এভাবে নির্বাচনকে ধনীকশ্রেণির টাকার খেলায় পরিণত করার চক্রান্ত চলছে। এসব চক্রান্ত রুখে দাঁড়াতে হবে। (৩য় পৃ ায় দেখুন)

# ঢাকা সিটি নির্বাচনে নগরবাসী কী করবেন?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা শুধু দেশের রাজধানীই নয় মাদকেরও। এর তীব্র গ্রাসে যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে। উদ্বিগ্ন বাবা-মা। ঢাকার নাগরিকদের সাধারণ চাওয়াটা কী? যানবাহন চলাচলে বিশৃঙ্খলা থাকবেনা, পর্যাপ্ত গণপরিবহণের ব্যবস্থা থাকবে, যত্রতত্র বাস থামবেনা, ফুটপাতগুলো হাটার উপযোগী থাকবে, যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা থাকবেনা, সময়মতো পরিষ্কার করা হবে; পার্ক ও উদ্যানগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, বায়ুদূষণ থাকবেনা বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়া যাবে, শব্দদূষণ থাকবেনা, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকবে পর্যাপ্ত। হকারদের বসার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে। পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি, রিক্সা, হকার উচ্ছেদ হবে না। এই নিশ্চয়তা নগরবাসী চায়। এর জন্যইতো তারা ট্যাক্স দেয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কী তা করতে পারছে? গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্বের বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় এক ও দুই নম্বরের মধ্যেই নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি সংস্থা ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইউ) নিয়মিতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের নাগরিক সুবিধা ও বাসযোগ্যতার উপর জরিপ করে আসছে। এরা পাঁচটি ক্ষেত্রের ৩০টি দিক বিবেচনা করে। এগুলো হলো ১. স্থিতিশীলতা ২. স্বাস্থ্য সেবা ৩. সংস্কৃতি ও পরিবেশ ৪. শিক্ষা ৫. অবকাঠামো। এদের জরিপের ফল অনুযায়ী ২০১২ সালে ঢাকা হয়েছিল বিশ্বের নিকৃষ্টতম শহর। ২০১৪ সালে ঢাকার একটু উন্নতি হয়েছে। বাসযোগ্যতার দিক থেকে ঢাকা এক ধাপ উপরে উঠেছে। ১৪০টি দেশের রাজধানী শহরের মধ্যে ঢাকা এখন ১৩৯তম। যে শহরটি ঢাকার চেয়ে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে তার নাম দামেস্ক, সিরিয়ার রাজধানী। যেখানে কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। এত উন্নয়ন পরিকল্পনা, তা সত্ত্বেও ঢাকার এ বেহাল দশা কেন? কারণ এখানে নাগরিক প্রয়োজনগুলো মেটানো, সমন্বয় করা, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা নিয়ে নেই কোন সমন্বিত উদ্যোগ। অথচ এখানে জমির দাম পৃথিবীর প্রধানতম নগরগুলোর চেয়েও বেশি। এক অংশের মানুষের ভোগের ও বিলাসের কোন অভাব নেই। এখানে রয়েছে আধুনিকতম শপিংমল, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন কেন্দ্র কিন্তু সেখানে ঢুকতে পারেনা সাধারণ মানুষ। প্রাচুর্য ও দারিদ্র, বিলাস ও বঞ্চনা নিয়ে ঢাকা এখন একটি বৈষম্যের নগরী।

এ নগরে লক্ষ লক্ষ নারী চলাফেরা করে কিন্তু গণপরিবহন ব্যবহারে তারা স্বাচ্ছন্দ পান না। শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের যাতায়াত আরো কঠিন। শহরের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী তা হলে গণপরিবহনে তারা দৃশ্যমান নন কেন এ প্রশ্নও স্বভাবত উদয় হয়। নগরীর পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাও নিতান্তই অপ্রতুল, যা আছে তাও অস্বাস্থ্যকর। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও প্রতিবন্ধিদের জন্য নিরাপত্তা ও নিরাপদে চলাচলের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। শিশু কিশোরদের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ অনুপস্থিত। খেলার মাঠ হাতে গোনা। যেগুলো আছে তাও বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রি রেখে বন্ধ করে রাখা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের বিনোদনের ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ নেই। কমিউনিটি সেন্টারগুলো বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ক্যাম্প ও থানা বানানো হয়েছে। পার্ক ও উদ্যান সীমিত, সুবিধা সংকোচিত। শহরের মানুষ ছুটছে প্রতিনিয়ত। এশহরে পথচারিদের জন্য চলাচলের ব্যবস্থা, যাত্রী ছাউনি এত কম যে, তা আছে বলে মনেই হয় না। ঢাকা শহরে ৮২ শতাংশ মানুষ ভাড়াটিয়া কিন্তু বাসা ভাড়া কোন নিয়ম মেনে বাড়ে না। ফলে নাগরিকদের অধিকার এবং সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা গড়ে তোলার আন্দোলন আজ সময়ের দাবি। বাসদ-সিপিবি দীর্ঘদিন ধরে নদী-খাল দখল দূষণ বন্ধ, ওসমানী উদ্যানসহ উদ্যান-পার্ক রক্ষা, বাড়ি ভাড়া যুক্তিসঙ্গত রাখা, পানি সংকট জলাবদ্ধতা দূর করা, মশা-মাছি-ময়লা দূর করা, অশ্লিলতা-অপসংস্কৃতি মাদক মুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে আমরা দেখতে চাই।

এখানে টাকার খেলা, পেশিশক্তি, নীতিহীন প্রচার-প্রচারণা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রশাসনিক কারসাজীর কাছে পরাস্ত হলে হেরে যাবে নাগরিক অধিকার। যারা নাগরিক দুর্ভোগের জন্য দায়ী তারাই যদি চমক সৃষ্টিকারী প্রার্থী হাজির করে জনগণের সমর্থন নিয়ে নেয় তাহলে ভোটারের ভোটই হয়তো জিতবে কিন্তু মরবে মনুষ্যত্ব বিবেক-বিবেচনা ও নীতি আদর্শ মূল্যবোধ। শুধু ধনীদের জন্য নয়, সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্দোলনের অংশ হিসেবেই সিপিবি-বাসদ মেয়র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা সিটি দক্ষিণে বজলুর রশীদ ফিরোজ এবং ঢাকা সিটি উত্তরে আবদুল্লাহ আল ক্বাফি রতন এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শুধু প্রার্থী নয়, কোন পথে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা যাবে তা বাছাই করার জন্য ঢাকা নগর বাসীর প্রতি আমরা আহবান জানাই।

# সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আমরা মনে করি সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা আন্দোলন শক্তিশালী করে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা না গেলে ঢাকা ধনীদের স্বর্গ ও সাধারণ মানুষের নরক রাজ্যে পরিণত হবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সাধারণ মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা সময়ের দাবি। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কার্যকর 'নগর সরকার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকার উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর সমন্বয় ব্যতিত ঢাকাকে সকলের বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করার উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া যাবে না।

এবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমরা দেখলাম, প্রার্থীর জামানত বৃদ্ধি, টি আইএন বাধ্যতামূলক করে নির্বাচনকে টাকাওয়ালাদের জন্য আরো সহজ এবং সৎ নিষ্ঠাবান রাজনীতিক, নাগরিক অধিকার আন্দোনের কর্মী, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের জন্য কঠিন করে তোলা হয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে কার্যকর করার কথা বলে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচনী প্রচারে কোটি কোটি টাকা খরচকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রনিকসহ নানা মাধ্যমে সমসুযোগের নীতিমালা না থাকায় 'টাকা ও প্রভাব' খাটিয়ে অনেক প্রার্থী প্রচার পাচ্ছে। সরকারের নানা পদ ব্যবহার করেও নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে নির্বাচনকে লুটপাটকারী ধনী ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের একক আধিপত্যে পরিণত করা হয়েছে।

আমরা বাসদ–সিপিবির পক্ষ থেকে টাকার খেলা, পেশি শক্তির দৌরাত্ম ও সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বন্ধ, প্রশাসনিক কারসাজিমুক্ত অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে-

- জামানত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল
- প্রার্থীদের বিনামূল্যে ভোটার তালিকা সরবরাহ
- স্বল্প আয়ের মানুষদের টিআইএন বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত বাতিল
- তফসিল ঘোষণার আগেই যারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা
- নির্বাচনে কালো টাকা, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও প্রশাসনিক কারসাজী বন্ধ করা-এই পাঁচদফা দাবিতে সভা সমাবেশ করেছি এবং নির্বাচন কমিশনকে স্মারকলিপি দিয়েছি। এর কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার কথা বলা হলেও আমরা অতীতে এবং বর্তমানেও দেখছি যে, এটি একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক নির্বাচন। ফলে এটা নির্দলীয় নির্বাচন, এই তামাশা বন্ধ করারও আমরা দাবি জানিয়েছি বহুবার।

অচল ঢাকাকে সচল করে সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা নগর গড়ে তোলার অঙ্গিকার নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আব্দুল্লাহ আল ক্বাফী রতন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বজলুর রশীদ ফিরোজ মেয়র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমরা শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষসহ সকল ঢাকাবাসীর স্বার্থে, 'সবার জন্য বাসযোগ্য ঢাকা আন্দোলন' এর অংশ হিসেবে এই দুই প্রার্থীর প্রতি বাসদ–সিপিবির সমর্থন ঘোষণা করছি। আমরা মনে করি নগরবাসীর স্বার্থেই এই দুই প্রার্থীকে সমর্থন করা ঢাকার উন্নয়নকামী সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

আমরা আপনাদের মাধ্যমে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে, নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিন। ঢাকার মানুষ যাতে উৎসবের আমেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকলের ভোটাধিকার প্রয়োগে নিশ্চিত ভাবে তাদের আপন প্রার্থী বেছে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। এটি না হলে এই নির্বাচনও মানুষের আস্থা অর্জনে সমর্থ হবে না।

## ভোট এবং ভোটের খরচ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা নির্বাচনকে ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসেবে দেখিনা। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, টাকা, অস্ত্র ও পেশি শক্তির বিপরীতে আমরা যুক্তি, বিবেক ও নৈতিকতার জাগরণ চাই। সে জন্যে জনগণের কাছে ভোট এবং ভোটের খরচ দু'টোই চাই। আমাদের নির্বাচনী তহবিলে সহযোগিতা দিয়ে একটা নৈতিক সংগ্রামকে জয়যুক্ত করুন।

## মেয়র প্রার্থী বজলুর রশীদ ফিরোজ

(শেষের পৃষ্ঠার পর)

যে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে ঘামে দেশের অর্থনীতি সচল হয় তাদের জীবন যে কী দুর্বিসহ তা সবাই জানেন। ২০১০ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বাঁচার মতো ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন সফল করতে গিয়ে দ্রুত বিচার আইনে ছয়টি মিথ্যা হয়রানিমূলক পৌজদারি মামলার শিকার হন। ঐ সময় তিনি বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগর কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাসদ-সিপিবি ঐক্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা। দুর্বৃত্তায়িত-দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। সিটি কর্পোরেশনকে দুর্নীতি-লুটপাটের ক্ষেত্র নয় নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

## মেয়র প্রার্থী কাফি রতন

(শেষের পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের (ওয়ার্ল্ড ফেডারেশান অব ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ-উফডি) কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যোগদানের জন্য নেপাল, সাইপ্রাস গমন। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী প্রিটোরিয়ার অনুষ্ঠিত ১৭তম বিশ্ব ছাত্র-যুব উৎসবে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ২০১১ সালে অল চায়না ইয়ুথ ফেডারেশানের আমন্ত্রণে ৫ সদস্য বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে চীন সফর করেন।

অন্যান্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হলের পক্ষে জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। সাপ্তাহিক একতায় নানা বিষয়ে নিয়মিত লেখেন। একাধিক বই ও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯১১ সালে এপ্রিল মাসের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্ধারকারী দলের নেতৃত্ব দিয়ে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা করেছেন। অসংখ্য লাশ দাফন করেছেন। ষাটের অধিকবার স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেছেন। মরণোত্তর চক্ষু দানের অঙ্গীকার করেছেন।

## কাউন্সিলর প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার শম্পা বসু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নারী ও শিশুদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অবিচল।

সেগুনবাগিচা এলাকার শিশু ঋতু হত্যার বিরুদ্ধে গড়ে উঠা প্রতিবাদী আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সমঅধিকার আমাদের ন্যূনতম দাবি' প্লাটফরম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। তিনি গণজাগরণ মঞ্চেরও একজন সংগঠক।

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে গড়ে ওঠা আন্দোলন, সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন বুয়েটের শিক্ষার্থীদের মাঝে নিয়ে যাওয়া এবং আন্দোলন গড়ে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা ছিল শম্পা বসুর। বুয়েটে অধ্যয়নের সময় সত্যেন বোস বিজ্ঞান ক্লাব, সংস্কৃতি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে নারী আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি সারাদেশে ছাত্র-জনতার মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ' এর কেন্দ্রীয় সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন।

# নির্বাচনকে টাকার খেলায় পরিণত করার চক্রান্ত রুখে দাঁড়াও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জামানত বৃদ্ধির ও টিআইএন সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা, নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও সকলের জন্য সমসুযোগ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে ২৫ মার্চ '১৫ নির্বাচন কমিশনে বাসদ-সিপিবির উদ্যোগে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী বজলুর রশীদ ফিরোজ, ঢাকা উত্তরের মেয়র প্রার্থী আবদুল্লাহ আল ক্বাফী (কাফি রতন), সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবি'র ঢাকা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা. সাজেদুল হক রুবেল।

সমাবেশে খালেকুজ্জামান বলেন, জাতীয় নির্বাচনের মতো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকেও প্রহসনে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে। সাধারণ মানুষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড শুধু আওয়ামী লীগ-বিএনপি কিংবা ধনিকশ্রেণির বিষয় নয়। এটা সকল দল ও ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন। জামানত বৃদ্ধিও টিআইএন বাধ্যতামূলক করার ফলে স্ত র স্তরে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে সাধারণ মানুষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক অধিকার পরিপন্থি। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই যারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে, তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমাবেশে ঢাকা উত্তরের মেয়র প্রার্থী কাফি রতন বলেন, ঢাকাকে বর্জের শহর বানানো হয়েছে। নাগরিকরা সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ঢাকাকে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। জনগণের স্বার্থে সৎ-যোগ্য, আদর্শিক প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে হবে। অচল ঢাকাকে সচল করতে হবে। এই নির্বাচন 'অচল ঢাকাকে সচল করার' আন্দোলনের অংশ।

ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ঢাকা শহরে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি অথচ তারা উপেক্ষিত। সুযোগসুবিধা গুটিকয়েক ধনিদের জন্য। ঢাকার নদী-খাল-নালা ভূমিদস্যুরা দখল করে নিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কোন পরিকল্পনা নেই। তাই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনকে অবাধ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, প্রশাসনিক কারসাজিমুক্ত, পেশিশক্তিমুক্ত করতে হবে। নির্বাচনে কালো টাকার খেলা বন্ধ করতে হবে।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নির্বাচন কমিশনের দিকে অগ্রসর হলে, পুলিশ মিছিলটিকে আটকে দেয়। এরপর ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন। নির্বাচন কমিশনে প্রদানকৃত স্মারকলিপিতে বলা হয় : আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জামানত বৃদ্ধি এবং বাধ্যতামূলক টিআইএন এর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। বর্ধিত মূল্যে ভোটার তালিকার সিডি কেনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে টিআইএন বাধ্যতামূলক করা নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার পরিপন্থি। টিআইএন বাধ্যতামূলক করার মানে দাঁড়ায় প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই আয়কর দাখিল করতে হবে। যিনি কর দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন না, তিনি নির্বাচন করতে পারবেন না। তার মানে অন্যান্য যোগ্যতার বদলে এখন যোগ্যতার মাপকাঠি হলো কর প্রদানের ক্ষমতা অর্জন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ এখন ধনীর বিষয়। এতে সৎ-যোগ্য-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। নির্বাচনকে টাকার খেলা, পেশিশক্তির দাপট ও সাম্প্রদায়িক প্রচারণা মুক্ত করার গণদাবি উপেক্ষিত হয়েছে। যার প্রভাব ইতিমধ্যেই নগরবাসী প্রত্যক্ষ করছে।

তফসিল ঘোষণার আগেই বিভিন্ন সম্ভাব্য মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর রংবেরং-এর পোস্টার, বিলবোর্ড, ব্যানারে দেয়াল ও রাস্তাঘাট ছেয়ে গেছে। অবশ্য এর অনেক আগেই প্রার্থীরা নানা উছিলায় সালাম ও শুভেচ্ছা দিতে শুরু করেছিল। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার আগেই কোটি কোটি টাকা ব্যায়ের অংক ছড়িয়ে গেছে অনেক প্রার্থীর। কমিশন তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এসব পোস্টার-বিলবোর্ড সরানোর ঘোষণা দেয়ার পরও তা প্রত্যেক এলাকায় এমনকি কমিশনের নাকের ডগায় শোভা পাচ্ছে। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশন কী অসহায়, নাকি এসব কাজের প্রশ্রয়দাতা।

আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই জামানত বৃদ্ধির এবং টিআইএন বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সহায়ক হতে পারে না। এর মধ্য দিয়ে সৎ প্রার্থী নির্বাচনের শুরুতেই প্রতিযোগিতার বাইরে যেতে বাধ্য হবে। ফলে আমরা আশা করি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি, সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও সৎ-যোগ্য-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য করতে কমিশন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ লক্ষ্যে আমরা কমিশনের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

১. জামানত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল করে পূর্বের জামানত বহাল রাখতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রার্থীকে বিনা মূল্যে ভোটার তালিকার সিডি সরবরাহ করতে হবে।

৩. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিম্ন আয়ের প্রার্থীদের টিআইএন বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

৪. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগেই যারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

৫. নির্বাচনে কালোটাকা, পেশিশক্তির দাপট, সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও প্রশাসনিক কারসাজি বন্ধ করতে হবে।

৬. নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

উল্লেখিত দাবিতে বাসদ-সিপিবির উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে ১৮ মার্চ বিকেলে প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানায় থানায় সপ্তাহব্যাপী সভা-সমাবেশ, মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

# ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে বাসদ–সিপিবি'র সংবাদ সম্মেলন ॥ মেয়র পদে দক্ষিণে বজলুর রশীদ ফিরোজ, উত্তরে কাফি রতনকে সমর্থন

আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে বাসদ–সিপিবির উদ্যোগে ২ এপ্রিল '১৫ সকাল ১১:৩০টা সংবাদ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মেয়র পদে ঢাকা দক্ষিণে বজলুর রশীদ ফিরোজ ও উত্তরে কাফী রতন এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। মুক্তি ভবনের প্রগতি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সিপিবির কেন্দ্রীয় নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স। সূচনা বক্তব্য রাখেন বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন। সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য শামসুজ্জামান সেলিম, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা জাহেদুল হক মিলু, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাজ্জাদ জহির চন্দন, আহসান হাবিব লাবলু, কেন্দ্রীয় নেতা ডা. সাজেদুল হক রুবেল, বাসদ নেতা আব্দুর রাজ্জাক, জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় সংস্থাগুলোর নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরি। তাই দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিতব্য এই নির্বাচন বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

কিন্তু প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের কথা বললেও 'ভোট দেওয়া ও ভোটে দাঁড়ানোর' সার্বজনীনতা অনুপস্থিতি সম্পর্কে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি।

আমরা জানি শ্রেণি বিভক্ত সমাজে 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' নিশ্চিত করা মোটেই সহজ হবে না। তার পরও আমরা বলে আসছি নির্বাচন ব্যবস্থাকে অন্তত টাকার খেলা, সন্ত্রাস, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িক-আঞ্চলিক প্রচার-প্রচারণা ও প্রশাসনিক কারসাজি মুক্ত না করতে পারলে ন্যূনতম লেভেল প্লেইং ফিল্ড করা যাবে না। শাসক দলগুলোর বুলি আওড়ানো লেভেল প্লেইং ফিল্ড আর বামপন্থিদের লেভেল প্লেইং ফিল্ড এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখনে।

একসময়ের ২ বর্গমাইলের ঢাকা আজ প্রায় ৪০০ বর্গকিলোমিটারের বিশাল মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। ১ কোটি ৬০ লাখেরও বেশি জনসংখ্যা নিয়ে ঢাকা আজ বিশ্বের প্রথম ১৫ টি বড় শহরের অন্যতম। কিন্তু মর্যাদা পায়নি উৎকৃষ্ট শহরের। মোগল আমলের স্থাপনা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু স্মৃতি নিয়ে ঢাকা এক ঐতিহাসিক নগরীও বটে। চারদিকে ৪ টি নদী, ৪৩ টি খাল ও বহু জলাশয় ও পুকুর নিয়ে গড়ে ওঠা এই ঢাকা একটি অন্যতম নাগরিক সুবিধা সম্বলিত আধুনিক নগরে পরিণত হওয়ার কথা। নদী দূষণ-দখল, খাল ভরাট-দখল, জলাশয় ও পুকুর নিশ্চিহ্ন করে ঢাকাকে একটি অপরিকল্পিত দুর্দশাগ্রস্থ শহর বানানো হয়েছে। কিন্তু ঢাকা কী সবার জন্যই বসবাস অনুপযোগী? না। ধনীদের জন্য বিলাস ও সুবিধার কোন অভাব নেই। গ্রাম থেকে উঠে আসা ভূমিহারা, সর্বহারা, নদী ভাঙ্গাসহ সকল নাগরিক সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত ৫০ লক্ষ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মানবেতর জীবন, সীমিত আয় ও মধ্যবিত্তদের যন্ত্রণাময় জীবনের পাশাপাশি ঢাকাকে ধনী ও লুণ্ঠনকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। ঢাকা নগরে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করে নি। সৎ ও স্বল্প আয়ের মানুষদের জীবনকে অসহনীয় করেছে। পরিবেশ দূষণ মারাত্মক রূপ ধারন করেছে। মশা, ময়লা, মাদকের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

ঢাকা নগরকে শ্রমজীবী, গরীব, মধ্যবিত্তসহ সকল মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য বাসদ–সিপিবি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। ৮২ শতাংশ ভাড়াটিয়ার জন্য বাড়ি ভাড়া আইন কার্যকর করা, জলাবদ্ধতা ও পানি সংকট দূর করা, দূষণ ও দখল বন্ধ করা, উদ্যান ও পার্ক রক্ষা করা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ভয়ঙ্কর দুরবস্থা দূর করা, পাবলিক টয়লেট, যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করাসহ বিভিন্ন অধিকার আদায়ের দাবিতে কখনও নাগরিক আন্দোলন, কখনো রাজনৈতিক আন্দোলন আমরা গড়ে তুলেছি। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভ্যানগার্ড
# বুলেটিন

- বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র
- এপ্রিল ২০১৫
- Website: www.vanguardonline.info
- ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৮২২০৬

## শুধু ধনিদের নয় সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা গড়ে তুলুন

# নাগরিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের তাগিদে বাসদ-সিপিবি সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে
**মেয়র প্রার্থী**
**বজলুর রশীদ ফিরোজ**

ভোটের রাজনীতিতে অর্থ-পেশিশক্তির দাপটে যখন যুক্তি ও নৈতিকতা হারিয়ে যাচ্ছে, যখন জনগণের পক্ষে আন্দোলনে নিয়োজিত থাকার চাইতে ব্যবসা ও লুণ্ঠনে নিয়োজিত থাকাটাই যোগ্যতা বলে বিবেচিত হচ্ছে সেই সংকটকালে চমক দেখাবার জন্য নয়, চেতনা জাগাবার জন্য নির্বাচনে বাসদ-সিপিবির পক্ষ থেকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকা সিটি দক্ষিণ এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মেয়র হিসেবে দুজন প্রার্থীর সমর্থন জানানো হয়েছে। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো–

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকা দক্ষিণ-এ মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাসদ-সিপিবি সমর্থিত প্রার্থী বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ। ১৯৭৯-৮০ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহক্রিড়া সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এ সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ ছাত্র লীগ (বাসদ) এর ফজলুল হক হল শাখা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে ছাত্রলীগের নাম পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট করা হলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অর্থ সম্পাদক ও সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৯০-এর সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানকালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে কারা নির্যাতন ও পুলিশি নির্যাতন ভোগ করেন।

ছাত্রজীবন শেষে অন্য সবার মতো ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার গড়ে তোলার দিকে না গিয়ে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিবেদিত করেন। তিনি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও ক্ষেতমজুর-কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। তিনি সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন এবং বর্তমানে কৃষক ফ্রন্ট এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

দেশি বিদেশি লুটপাটের কবলে আমাদের বাংলাদেশ। সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে যখন একের পর এক গ্যাস-কয়লা ক্ষেত্রগুলো এবং চট্টগ্রাম বন্দর তুলে দেয়া হতে থাকে তখন জনগণের স্বার্থে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গড়ে উঠেছিল তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। বজলুর রশীদ ফিরোজ এর কেন্দ্রীয় সংগঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দায়িত্ব পালন করছেন। সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে ছিলেন সক্রিয়। রামপালে বিপদজ্জনক পরমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। জাতীয় কমিটির প্রতিষ্ঠালগ্নে ঘোষণাবক্তব্য তৈরির কমিটিতেও তিনি সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঢাকার সবুজ ধংস করার বিরুদ্ধে ও ঢাকাকে বসবাস উপযোগী নগর হিসেবে গড়ে তোলার আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সক্রিয়। তিনি ওসমানী উদ্যান রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ৫ দল-এর ঢাকা মহানগর এর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পরবর্তীতে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও ১১ দলীয় জোটের এবং গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন।

তিনি বাসদ এবং বাম ফ্রন্ট ও ১১ দলের প্রার্থী হিসেবে ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে
সংরক্ষিত আসন-৫ এ বাসদ-সিপিবি সমর্থিত
**কাউন্সিলর প্রার্থী**
**ইঞ্জিনিয়ার শম্পা বসু**

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকা দক্ষিণ এর সংরক্ষিত আসন-৫ (১৩, ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ড) এ কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শম্পা বসু। রাজনীতিতে নীতিহীনতা দেখে যখন শিক্ষিত ও মেধাবী বলে পরিচিতরা রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, সমাজের প্রতি দায়িত্বকে অস্বীকার করছে তখন নীতি আদর্শ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কষ্টকর সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছেন শম্পা বসু।

২০০২ সালে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধের মাঝে পড়ে নিহত হন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায়ের (বুয়েট) মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন্নাহার সনি। সনি হত্যার বিচার চেয়ে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শম্পা বসু বুয়েটের Level-1/ Tarm-2 এর শিক্ষার্থী। আন্দোলনে অংশ নিলে বুয়েট থেকে বহিঃস্কার করা হবে, কর্তৃপক্ষের এমন হুমকি উপেক্ষা করে আন্দোলনে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করেন এবং আন্দোলনকে সংগঠিত করেন।

২০০৪ সালে বুয়েটে ভর্তি ফি ও ফরমের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গ্রেফতার হন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বুয়েট শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বুয়েটে ডাইনিং-ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের 'মান বাড়াও-দাম কমাও' আন্দোলন সংগঠিত করার অন্যতম সংগঠক হিসেবে তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন।

বুয়েট থেকে সিভিল এবং ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে শিক্ষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক এবং সংগঠনের মুখপত্র 'নারীমুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে
**মেয়র প্রার্থী**
**কাফি রতন**

আসন্ন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র নেতা কমরেড আবদুল্লাহ আল ক্বাফী (কাফি রতন) বামপন্থিদের প্রার্থী হিসেবে লড়বেন। সিপিবি ও বাসদ তাদের প্রার্থী হিসেবে কাফি রতনের প্রার্থীতা সমর্থন দিয়েছে। উল্লেখ্য, সিপিবির জাতীয় পরিষদ সদস্য ও বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুল্লাহ আল ক্বাফী (কাফি রতন) গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক। এছাড়া তিনি স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রথম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি ছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি দীর্ঘদিন ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। পরে পেশাদার রাজনীতিক কর্মী হওয়ার তাগিদে তিনি ব্যাংকের চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।

নাখাল পাড়া হোসেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ লাভ করেন। সিলেট ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএসএস ও এমএসএস করেন। পরে ১৯৮৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোর হায়ার কমসোমোল স্কুল থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন।

এরপর ১৯৯২ সালে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদান করেন। ২০১৪ সালে সার্বক্ষণিক পার্টি কমরেড হবার প্রত্যয়ে ডাচ বাংলা ব্যাংকের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন।

১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজের কৃতী ছাত্র সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে শহীদ শাহাদাতের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিলে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে তার ছাত্র আন্দোলন শুরু। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা মহানগর কমিটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯-৯০ মেয়াদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ছাত্র সংসদের প্রথম নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাফি রতন স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে কর্মী হিসেবে লড়াই শুরু করে '৯০ এর ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বর্তমানে দ্বিতীয় দফা সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া তিনি সিলেট ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন ওল্ড ক্যাডেটস্ অ্যাসোসিয়েশন অব সিলেট (ওকাস)-এর দ্বিতীয় দফা সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল এ্যালমনাই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাইয়ের আজীবন সদস্য। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট। ক্যাডেট কলেজ ক্লাবের সদস্য।

বিদেশ সফর : উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯৮৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে গমন করেন। ২০০০ সালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে অংশগ্রহণের জন্য ফ্রান্সে গমন। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-এর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিতে সিপিবি'র তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ভারত গমন।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক : **রাজেকুজ্জামান রতন**। প্রকাশক : **জাহেদুল হক মিলু** কর্তৃক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি, ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৯৫৮২২০৬, ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২, E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com